তারিখ 28 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

সংবাদ

১০০ স্কুলের স্লিপের টাকা

কর্তা-শিক্ষক-সভাপতি সিন্ডিকেটে লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ

প্রতিনিধি, শরণখোলা (বাগেরহাট)

বাগেরহাটের শরণখোলায় শিক্ষা কর্মকর্তা, স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও শিক্ষক নেতা নামধারী একটি দালালচক্রের যোগসাজশে সরকারি বরাদ্দকৃত স্লিপের (স্কুল লার্নিং ইনক্রু মেন্ট প্লান) এর টাকা লুট পাটের অভিযোগ উঠেছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, উপজেলার ৪ ইউনিয়নের একশত সরকারি ও সদ্য জাতীয়করণ প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়নের জন্য ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৪০ হাজার টাকা করে বরাদ্দ দেয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। উক্ত টাকা থেকে নগদ ১০ হাজার টাকা করে প্রত্যেক স্কুল থেকে অগ্রিম কেটে রাখেন তৎকালীন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা। বিনিময়ে বিদ্যালয়গুলোতে নানা শিক্ষা উপকরণ দেয়ার পাশাপাশি এর একটি অংশ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অফিস ও উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার অফিসে ঘুষ দিতে হবে বলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় প্রধানদের অবগত করেন শিক্ষক নেতা নামধারী দালালচক্রের সদস্যরা। বিদ্যালয় গুলোর প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির যৌথ স্বাক্ষরে বাকি ৩০ হাজার টাকা স্থানীয় ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা হলেও ওই টাকায়ও সঠিকভাবে উন্নয়ন কাজে ব্যবহার করা হয়নি। প্রধান শিক্ষক ও সভাপতির যোগসাজসে নাম মাত্র টাকা খরচ করে বাকি টাকাও তারা লুটপাট করেছে। উপজেলার একাধিক বিদ্যালয়ে সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, বিভিন্ন স্কুলে দু-একটি মাদুর ও দেয়ালে সাঁটানো কিছু চারুকারু। ৩০ জুনের মধ্যে প্রাপ্ত স্লিপের টাকায় বিদ্যালয়ের নানা উপকরণ ক্রয় করার সরকারি নির্দেশনা থাকলেও তা আমলে নেয়নি কেউ। অপরদিকে, বিদ্যালয় সংশ্লিষ্টরা ভুয়া ভাউচারের স্তূপ জমিয়ে তা উপজেলা শিক্ষা অফিসে দাখিল অব্যাহত রেখেছে। কয়েকটি স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির এক সভাপতি বলেন, বিদ্যালয় ও শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে লাখ লাখ টাকা বরাদ্দ দিলেও তা দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা কর্মচারীদের কারনে তা লুটপাট হয়ে যায়। বিদ্যালয় কিংবা শিক্ষার মান কখনো উন্নয়ন হয় না। পরিচয় প্রকাশ না করা শর্তে, মঠেরপাড় এলাকার এক শিক্ষক বলেন, বিদ্যালয় উন্নয়ন বরাদ্দের জন্য সরকারি কোন অনুদান পেতে হলে অথবা তালিকায় নাম লেখাতে গেলে প্রথমে শিক্ষক নেতা সহ অফিসের কর্মকর্তাদের ২৫/ ৩০ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়। বরাদ্দ পেলেও বিভিন্ন অজুহাতে বরাদ্দকৃত টাকা তিন ভাগের একভাগ পথে পথে খরচ হয়ে যায়। বাকি টাকা দিয়ে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড করা সম্ভব নয়।

শরণখোলা

'সরকারি অনুদান পেতে অর্ধেক টাকাই ঘুষ হিসেবে দিতে হয়'

এ বিষয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মো. আখতার হোসেন জানান, স্লিপের টাকা তিনি বিতরণ করেননি। সাবেক শিক্ষা কর্মকর্তা মোস্তাক আহম্মেদের আমলে ওই টাকা বিতরণ করা হয়েছে এ ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। তবে, জেলা প্রাথমিক কর্মকর্তা অশোক কুমার সমদ্দার জানান, সরকারি বরাদ্দের স্লিপের টাকা কেউ লুটপাট করে থাকলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।